দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

20

শিক্ষার জন্যে খাদ্য

'শিক্ষার জন্যে খাদ্য' কর্মসূচী সুফল দিতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, এই কর্মসূচী প্রায় দশ লাখ ছাত্র–ছাত্রীকে শিক্ষায় উৎসাহী করে তুলেছে। দেশের চার শ' ষাটটি থানার চার হাজারেরও বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে। একই সময়ে বিদ্যালয় ত্যাগের হারও অন্তত দশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারও খুবই সন্তোষজনক। আমরা এ সাফল্যকে স্বাগত জানাই।

অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের পাপচক্র থেকে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে সরকার গত বছর জুলাই মাসে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী চালু করেন। এর আওতায় প্রতি থানার একটি বাছাইকরা ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পরিবারকে মাসে পনেরো থেকে তিরিশ কেজি পর্যন্ত গম দেয়া হয়। 'আমরা দরিদ্র তাই অশিক্ষিত এবং আমরা অশিক্ষিত তাই দারিদ্র্য বিমোচনে অক্ষম' এই পাপচক্র অতিক্রমণই এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। শিক্ষা-লাভের মাধ্যমে দরিদ্র বা কম আয়ের পরিবার আয় বৃদ্ধির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। আবার কম আয়ের পরিবার খাদ্য সাহায্য লাভের মাধ্যমে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে। এ ধারণা থেকেই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর উদ্ভব। পরীক্ষামূলক এ কর্মসূচীর সাফল্য দেশে এক নীরব বিপ্লব আনয়নের ক্ষমতা রাখে। সাম্প্রতিক জরিপে এ প্রত্যাশারই সমর্থন পাওয়া গেছে।

জরিপে অপর যেসব উৎসাহব্যঞ্জক তথ্যের উন্মোচন ঘটেছে তাতে আছে—দরিদ্র ঘরের মেয়েদের অধিক হারে বিদ্যালয়ে আগমন এবং তুলনা-মূলকভাবে কম খরচে সাহায্য পৌঁছে দেয়া। এ দুটি বিষয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে হলে নারী শিক্ষার ব্যাপকতর বিস্তার অত্যাবশ্যক। অপরপক্ষে কম আয়ের লোকদের খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় সাহায্য দেয়ার ব্যয়বহুলতা লক্ষ্য অর্জনের পথে এক বড় অন্তরায়। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় যদি এ দুটি লক্ষ্যই অর্জিত হয়, এরচে সন্তোষজনক ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার মত দুই প্রবল শত্রুর মোকা-বিলায় আজ যে আশাবাদের সঞ্চার ঘটেছে তাকে আরো এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজন আছে। আমরা এর প্রতি সমাজ ও শিক্ষা কর্মীদের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গণতান্ত্রিক সরকারের এই উদ্যোগ এরই মাঝে বিশ্ব সমাজেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এশিয়া–আফ্রিকার অনেক উন্নয়নশীল দেশ এরই মাঝে এই কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রথম বছরে অর্জিত সাফল্য প্রমাণ করে, আমাদের কর্মসূচী অচিরেই অন্যান্য দেশেও অনুসৃত হবে এবং এর মাধ্যমে আমাদের জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখযোগ্য যে এ কর্মসূচীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য সরবরাহ করা হচ্ছে। সোজা কথায়, এই কর্মসূচীর সাফল্য আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথেই আমাদের আরেক ধাপ অগ্রগতি।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী যাদের শ্রমে এই প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করতে চলেছে, তাদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। একই সঙ্গে তাদের প্রতি আমাদের আবেদন, প্রাথমিক সাফল্যে আত্মহারা না হয়ে এই কর্মসূচীকে আরো এগিয়ে নিতে যত্নশীল হউন। নির্ধারিত ইউনিয়ন নয়, দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচীর আওতায় আনার পরই পূর্ণ সাফল্য আশা করা যেতে পারে। আমাদের তাই আরো দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার প্রয়োজন আছে।